যুগান্তর

তারিখ 3 NOV ২০১২
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মমুখী শিক্ষার নামে চলছে প্রতারণা

মুশতাক আহমদ

অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস বন্ধে উদ্যোগ নেই

উচ্চশিক্ষার নামে দেশব্যাপী প্রতারণা আর বাণিজ্য জমজমাট হয়ে উঠেছে। দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে বা কর্মমুখী শিক্ষার আড়ালে ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারিজ, কৃষি, নার্সিং, ডাক্তারি, মেরিন শিক্ষা, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন ধরনের ডিপ্লোমা ডিগ্রি নিয়ে প্রতারণা চলছে অনেকটা খোলামেলাভাবেই। এভাবে প্রতারকরা দু'হাতে জনগণের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে কোন প্রতিকার নেই। জানা গেছে, ওই সব প্রতিষ্ঠান অনেকটাই লাগামহীনভাবে চলছে। এ নিয়ে সরকারি কার্যকর মনিটরিং নেই। নেই প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধান।

জানা গেছে, একদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তি সংকট ও অন্যদিকে নির্ধারিত সময়ে বের হয়ে কর্মমুখী হতে কর্মমুখী প্রতারণা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

প্রতারণা : শিক্ষার নামে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে নবীন প্রজন্ম। কিন্তু প্রতারকদের হাতে পড়ে অনেকেই সহায়-সম্বল হারিয়ে পথে বসছে। পুলিশসহ সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হাতেগোনা কয়েকটি বাদে বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস, ভাড়া দেয়া ক্যাম্পাস, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা, অননুমোদিত বা সরকার কর্তৃক বন্ধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নামে স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি (ছাত্র পরামর্শক) শিক্ষার্থীদের ঠকাচ্ছে। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই সেবার পরিবর্তে অর্থ উপার্জনের মেশিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যবসা হালাল করতে অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও জয়েন্ট স্টক কোম্পানিসহ ব্যবসায়িক সংগঠন বা সংস্থা থেকে নিবন্ধন নিয়েছে। এসএসসি, বা কোন কোন ক্ষেত্রে এইচএসসি পাস শেষে অনেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, মেরিন শিক্ষা, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন ধরনের ডিপ্লোমা ডিগ্রির জন্য বেসরকারি দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। লাইব্রেরি, যন্ত্রপাতিবিহীন ল্যাবরেটরি, অদক্ষ শিক্ষক, প্রাকটিক্যাল শিক্ষা না দেয়াসহ নানাভাবে নিম্নমানের শিক্ষাদানের মাধ্যমে জনশক্তি তৈরি করা হচ্ছে। আবার এমন অনেক প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেছে যেখানে ভর্তির পর ৩ বছরের স্থলে ৫-৭ বছর কেটে গেলেও শিক্ষাজীবন আর শেষ হয় না।

দেশে বর্তমানে ৬৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি নতুন। বাকি ৫২টির মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া বেশির ভাগই উচ্চশিক্ষার নামে বাণিজ্য করছে। অনেকেই সরকার অনুমোদিত কোর্স পরিচালনা করছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চালানো হচ্ছে কোচিং সেন্টারের মতো। অনেক প্রতিষ্ঠান অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। আউটার ক্যাম্পাসের মধ্যে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম শহরে চাহিদা বেশি। চট্টগ্রাম শহরে ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস, বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি ক্যাম্পাস, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে। এর মধ্যে আইইউবি ও ইউআইটিএস ছাড়া বাকি জায়গাতে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। রাজশাহীসহ অন্যান্য স্থানে ভাড়া দেয়া ক্যাম্পাসের মধ্যে রয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, প্রাইম, দারুল ইহসান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম, নর্দার্ন, রয়েল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে অনেকেই মামলার জোরে চলছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী আউটার ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

আউটার ক্যাম্পাসের পর আরেক বাণিজ্যের হাতিয়ার হচ্ছে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা। অনেকেই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে প্রতারণার ফাঁদ খুলে বসেছেন। 'এক বছর পড়লেই বিদেশে ক্রেডিট ট্রান্সফার', 'দেশে বসেই বিদেশী ডিগ্রি', 'কম সময়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন' ইত্যাদি লোভনীয় নানা অফার দিয়ে শিক্ষা বেনিয়ারা চালাচ্ছে প্রচার-প্রচারণা। অভিযোগ উঠেছে, একপ্রকার লাগামহীনভাবেই তারা মানহীন বিশ্ববিদ্যালয় আর অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করছেন। শিক্ষার্থী আর অভিভাবকরা ওই প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছেন। প্রতারিতদের মধ্যে একেবারে নবীন শিক্ষার্থী ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি খাতে চাকরিজীবীরাও রয়েছেন। ইউজিসির অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে। এর মধ্যে কিছু দেশী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে শাখা রয়েছে। ক্রেডিট ট্রান্সফারের আড়ালে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম চালাচ্ছে। মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশব্যাপী অন্তত দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠান এভাবে উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলছে। ২০১২ সালের এইচএসসির ফল প্রকাশের পর মূলত ওই সব ভুঁইফোঁড় ও ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলো আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্থাপনকারী লায়ন এমকে বাশার ও সুমন তালুকদার জানান, বৈধভাবে দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার কার্যক্রম তারা চালাতে চান। এ লক্ষ্যে বহুদিন ধরে তারা অপেক্ষা করছেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও সরকার একটি বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারছে না। বিপরীত দিকে মন্ত্রণালয়ের বিধি-নিষেধের কারণে তারা ছাত্রভর্তি বন্ধ রেখেছেন। অথচ অনেক প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতসহ ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর নামে স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি ব্যবসাও জমজমাট। অভিযোগ, ওইসব ~~প্রতিষ্ঠানের বিদেশে~~ গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রতারিত করা হচ্ছে নানাভাবে। সারাদেশে এ ধরনের যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার মধ্যে ৯০ ভাগই প্রতারণা করছে।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, মানহীন বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের কার্যক্রম দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আউটার ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ পরিচালনাকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আউটার ক্যাম্পাসে আর শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না। ভর্তিকৃতদের লেখাপড়া শেষ করে ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিতে হবে।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যে অনেক সমস্যা ও দুর্বলতা রয়েছে। গোটা বিষয়টি সমন্বিতভাবে পর্যালোচনার জন্য দ্রুতই বসব আমরা।

কারিগরি অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক ও বর্তমানে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, বিভিন্ন ডিপ্লোমা ডিগ্রির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে তারা অনেকেই মান নিশ্চিত করছে না। কৃষি, পলিটেকনিক, শিপবিল্ডিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক, ফিশারিজ, নার্সিংসহ বিভিন্ন ডিপ্লোমা ডিগ্রি কারিগরি বোর্ড ও অধিদফতর পরিচালনা করে। কিন্তু এমনও অনেক ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে যা কারা নিয়ন্ত্রণ করে তা বলা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিশেষ করে মেরিন বা শিপ চালনার ব্যাপারে অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তাদেরসহ সার্বিকভাবে ডিপ্লোমা ডিগ্রির শিক্ষার মান নিশ্চিত করা জরুরি।